

**এনসিটিএফ (ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স) :** এনসিটিএফ জাতীয় পর্যায়ের একটি শিশু সংগঠন যা শিশুদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। এনসিটিএফ এর লক্ষ্য হল, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সবচেয়ে অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি শিশুবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সমগ্র দেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং এবং পরিবর্তীতে তা নিয়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করাই হচ্ছে এনসিটিএফ এর প্রধান কাজ। প্রকল্পে এনসিটিএফ তার দীর্ঘদিনের জাতীয় পর্যায়ের অভিভ্রতাকে সাতার উপজেলা পর্যায়ে এনসিটিএফ তৈরি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

**এমপাওয়ার সোসাইল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড:** তথ্য প্রযুক্তির সর্বোন্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি স্থায়ীভূলীল সমাধানে কাজ করে। প্রকল্পে ওয়াশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের জন্য আইসিটি প্রোগ্রাম/এ্যাপ তৈরিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও এসম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

### প্রকল্প সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগ ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

সুভাষ চন্দ্র সাহা

পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ সেকশন

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)

বি-৩০, এখলাস উদ্দিন রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।

ফোন নম্বর: ০১৭১১৪০৪৫৩৮, ফোন নম্বর: +৮৮

০২৭৭৪৫৪১২, +৮৮ ০২ ৭৭৪২০২৯

### সেত দ্য চিলড্রেন

বাড়ি নং- সিডাইউএন (এ) ৩৫, রোড ৪৩

ওলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

ফোন: +৮৮-০২-৯৮৬১৬৯০-১

সেত দ্য চিলড্রেন পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার  
সুচিপ্রিত মতামত/অভিযোগ ০৮০০৯০০১০০০ ফোন করে  
জানিয়ে দিন। উল্লেখ্য এই ফোন কলাটি সম্পূর্ণ ফ্রি!



## আইসিটি এন্ড ইনোভেচিভ পার্টনারশিপ প্রকল্প



আইসিটি এন্ড ইনোভেচিভ পার্টনারশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে  
নতুন যুগের শিশুদের চির-পরিচিত কিছু সমস্যার সাড়া  
দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

সেত দ্য চিলড্রেন-এর সার্বিক সহযোগিতায় ভার্ক,  
সিএসআইডি, এমএমসি, এমপাওয়ার সোসাইল  
এন্টারপ্রাইজ এবং শিশু সংগঠন এনসিটিএফ এর যৌথ  
অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ‘আইসিটি এন্ড ইনোভেচিভ  
পার্টনারশিপ’ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে  
প্রকল্পটি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৩০টি বেসরকারী  
মাধ্যমিক স্কুলে বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে উপজেলা  
পর্যায়ের কর্মসূচী সমষ্টিয়ের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছে  
ভার্ক।

জাতীয় পর্যায়ের শিশু সংগঠন এনসিটিএফ এর আদলে  
স্কুল সমূহে শিশু সংগঠন তৈরি করা ও তাদের বিভিন্ন  
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হবে। প্রকল্পে  
আইসিটিকে (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) প্রদান মাধ্যম  
হিসেবে ব্যবহার করে ওয়াশ (নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত  
পয়ঃসনিকাশন) ব্যবস্থার নিয়মিত মনিটরিং করা হবে।  
শিক্ষার্থীরা স্কুলের ‘ওয়াশ’ পরিস্থিতি নিয়ে আইসিটির  
মাধ্যমে তাদের মতামত দিবে। উল্লেখিত মতামতের  
ভিত্তিতে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে একটি জবাবদিহীনক  
সম্পর্ক তৈরি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের  
অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি  
কার্যক্রম সমূহের প্রাণ ফলাফল নিয়ে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে  
এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে সামগ্রিক স্কুল ওয়াশ অবস্থার  
উন্নয়নও প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

### প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

শিশু সংগঠন এর সাথে পার্টনারশিপ ও তথ্য প্রযুক্তি  
ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষিত স্কুলের ওয়াশ পরিস্থিতির উন্নয়ন  
করা।

### প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল:

- শিশুদের দ্বারা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়েও প্রভাব ফেলবে।
- লক্ষিত স্কুলের শিশু এবং 'এনসিটিএফ' সদস্যগণ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুলের ওয়াশ পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন হবে।
- শিশুর ক্ষমতায়ন করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে 'শিশু সংগঠনের সাথে পার্টনারশীপ' এবং 'তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার' বিষয়টি সেভ দ্য চিলড্রেন গুরুত্বের সহিত অনুশীলন করবে।

### প্রকল্পের উপকারণোগী:

৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ।

### প্রকল্পের এলাকা:

সাতার উপজেলা, ঢাকা।

### প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

- বেইজলাইন সার্ভের জন্য নীতিমালা বিশ্লেষণ এবং শিশুদের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের কতটা সুযোগ আছে তা যাচাই করা।
- উপজেলা এবং স্কুল পর্যায়ে এনসিটিএফ কমিটি গঠন করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সকলের অংশহনের মাধ্যমে একটি 'এ্যাপস/সফটওয়ার' তৈরি করা যার ভিত্তিতে স্কুল এনসিটিএফ প্রতিনিয়ত ওয়াশ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য দিবে।



- তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পরিবীক্ষণ বিষয়ে ন্যাশনাল চিলড্রেন'স টাঙ্ক ফোর্ম (এনসিটিএফ) সদস্য, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যার ভিত্তিতে তথ্য উপাস্ত তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা।
- স্কুল পর্যায়ে অংশহণমূলক উন্নত বাজেট চালু করা।
- উপজেলা এবং স্কুল এনসিটিএফ শিশুদের সাংবাদিকতা ও গবেষনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প/গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশমালা বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসী করা।

### প্রকল্পের মেয়াদকাল:

জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬



### প্রকল্পের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহ:

সেভ দ্য চিলড্রেন : বাংলাদেশে শিশু অধিকার নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর মধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন অন্যতম বৃহত্তর একটি প্রতিষ্ঠান। সেভ দ্য চিলড্রেন এর ত্রুট হলো শিশুর প্রতিপালনে বিশেষ চলমান ধারায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করা এবং শিশুদের জীবনে ধারাবাহিক এবং স্থায়ী পরিবর্তন আনা। ১৯৭০ সাল থেকে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে কাজ করছে। বর্তমানে সেভ দ্য চিলড্রেন শতাধিক ষেচ্ছাসেবী,

আট শতাধিক কর্মী এবং শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বছরে দেড় কোটির ও বেশি মানুষকে সেবা পোছে দিচ্ছে। সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রমের একটি অন্যতম ধৰ্ম (কর্মসূচী) হলো 'শিশু অধিকার ও সুশাসন'। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা, নিয়মিত মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে আরো বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখতে 'শিশু অধিকার ও সুশাসন' কর্মসূচী কাজ করছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি প্রথিত্যৌ যেখানে শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে জবাবদিহিত, দায়িত্বশীলতা, অঙ্গভূক্তমূলক স্বচ্ছতা যা প্রতিটি শিশুর বক্তব্যকে ধারণ করবে এবং প্রতিফলিত করবে।

ভার্ক (ভিলেজ এডুকেশন সেন্টার) : ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) ১৯৭৭ সালে ইউনিসেফের অর্থায়নে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ'র একটি প্রকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার পুনর্গঠনে যে সমস্ত সরকারি-বেসরকারী পর্যায়ের সংগঠন কাজ করছিল তাদের সহযোগিতার লক্ষ্যেই এর উৎপত্তি। ভার্ককে ১৯৮১ সালে একটি বেসরকারী ষেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠনে রূপ দেয়া হয় এবং ভার্ক হয়ে ওঠে এ দেশীয় সংগঠন।



ভার্ক এর তিশেন হলো ন্যায় পরায়নতা, সাম্য ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আত্মনির্ভরশীল সমাজ যেখানে প্রত্যেক মানুষের সর্বোচ্চ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকবে। ভার্ক-এর মিশন হচ্ছে "মানুষ উন্নয়নের লক্ষ্যে এমন এক গতিময় প্রাঞ্জল প্রক্রিয়া গড়ে তোলা ও বিকশিত করা, যে প্রতিয়ো হবে অংশহণমূলক এবং টেকসই।" প্রকল্পে ভার্ক সাভার উপজেলার ৩০ টি স্কুলে সকল কার্যক্রম সময়ের দায়িত্ব পালন করছে।

এমএমসি (ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার) : সাভার উপজেলার নির্বাচিত এনসিটিএফ সদস্যদের গণমাধ্যমে অভিগ্যাতা কেন্দ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। শিশুরা যাতে শিশু অধিকার বিষয়সমূহ বিশেষ করে ওয়াশ পরিস্থিতি সর্টিকভাবে গণমাধ্যমে তুলে ধরতে পারে সে লক্ষ্যে 'এমএমসি' শিশুদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে।

সিএসআইডি (সেন্টার ফর সার্ভিসেস এ্যান্ড ইনকুর্সেশন অন ডিজিএবিলিটি): মাধ্যমিক স্কুল সমূহের বাজেট বরাদে 'ওয়াশ' বিষয়কে অন্তর্ভুক্তকরণ, স্কুলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি স্কুল সুশাসন ব্যবস্থার উন্নতিকরণে নীতি-নির্ধারণ (জাতীয়) পর্যায়ে কাজ করছে।